পকেটের মধ্যেই মোবাইল ফোনে বিস্ফোরণ

মুম্বই, ৬ জুন : রেস্তোরাঁয় মধ্যাহ্নভোজ সারতে ঢুকেছিলেন ভদ্রলোক। কিন্তু খাওয়া আর তাঁর হল না। আচমকাই পকেটে থাকা মোবাইল ফোনটিতে বিস্ফোরণ হল। মুম্বইয়ের ওই রেস্তোরাঁর সিসিটিভির ভিডিও ফুটেজ থেকে দেখা গেছে, মধ্যাহ্নভোজের আগে তিনি তাঁর মোবাইল ফোনটি শার্টের পকেটে রাখেন। মুম্বইয়ের ভান্দুপ অঞ্চলের ব্যস্ত রেস্তোরাঁটিতে প্রতিদিন বহু মানুষ আসেন দুপুরের খাবার খেতে। ওই ভদ্রলোকও খাবার আসার জন্য যখন অপেক্ষা করছিলেন, সেই সময়ই বিস্ফোরণ ঘটে। আতঙ্কিত হয়ে তিনি তড়িঘড়ি ফোনটিকে বাইরে ফেলে দেন। ধোঁয়ায় ঘর ভরে যায়। রেস্তোরাঁর কর্মী ও অন্যান্য মানুষ সেখানে ছুটে যান। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটে ফোনটিতে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই ব্যক্তি সামান্য আহত হয়েছেন। তাঁকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের দাবি, সারা পৃথিবীতেই এ ধরনের ফোনে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। একটি বিশিষ্ট ফোন প্রস্তুতকারণ সংস্থা জানিয়েছে, মোবাইল ফোনে ব্যাপকভাবে হিট দেওয়া উচিতনয়।

ইসরাত জাহান মামলায় মোদী ও অমিত শাহকে গ্রেফতার করতে চেয়েছিল সিবিআই : বানজারা

আহমেদাবাদ, ৬ জুন : গুজরাত পুলিশের প্রাক্তন ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল আহমেদাবাদে ইসরাত জাহান হত্যা মামলায় বিশেষ আদালতে মঙ্গলবার একটি গুরুতর অভিযোগ করেছেন। বানজারা দাবি করেছেন, ইসরাত জাহান ভুয়ো হত্যা মামলায় গুজরাতের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্র দফতরের তদানীন্তন প্রতিমন্ত্রী অমিত শাহকে সিবিআই গ্রেফতার করতে চেয়েছিল। সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে এদিন বানজারার মুক্তির জন্য আবেদন জমা দেন তাঁর আইনজীবী ভি বি গর্জ্জর। পরে তিনি দাবি করেন, সিবিআই মোদী ও শাহকে গ্রেফতার করতে চাইলে, 'সৌভাগ্যবশত' সেই ঘটনা ঘটেনি।

মোদী এখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। শাহ ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি। বানজারা এই মামলায় জামিনে মুক্ত আছেন। এর আগেই বানজারার আইনজীবী গর্জ্জর এই আদালতে জানিয়েছিলেন, মোদী গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়ই তাঁকে অত্যন্ত গোপনে তদন্তকারী অফিসাররা জেরা করেছিলেন। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসার পরপরই শাহকে ক্লিনচিট দেয় সিবিআই। তাদের যুক্তি ছিল, এই ঘটনায় বিজেপি সভাপতির বিরুদ্ধে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গত, ২০০৪ সালের জুনে মুম্বইয়ের বাসিন্দা ১৯ বছরের ইসরাত জাহান তাঁর বন্ধু জাভেদ ওরফে প্রাণেশ এবং পাক নাগরিক জিশান জহর ও আমজাদ আলি রানা বানজারার নেতৃত্বে পুলিশের একটি দলের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েন। আহমেদাবাদ শহরের বাইরে এই গুলির লড়াইয়ে মারা যান ইসরাত জাহান সহ পুরো দলটি।

ইসরাত জাহান ও তার বন্ধুরা জঙ্গি বলে তাদের পুলিশ হত্যা করেছে তকমা দেন গুজরাতের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরে সিবিআই তদন্তে জানা যায়, গুলির লড়াইয়ের পুরো ঘটনাটিই ছিল ভুয়ো। এই ভুয়ো হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি পুরোপুরি পুলিশের সাজানো। ইসরাত ও তার বন্ধুরা আদৌ জঙ্গি কি না তা জানত না পুলিশ। বানজারার আইনজীবী মঙ্গলবার দাবি করেছেন, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে এই মামলায় যে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে সেখানে উপযুক্ত বা প্রামাণ্য কোনও তথ্যপ্রমাণ নেই। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান বলে যেকথা বলা হয়েছে, তাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে কয়েকজন আগেই এই মামলায় অভিযুক্ত হয়েছেন। সিবিআই গুজরাত পুলিশের তৎকালীন ডিআইজি ডিজি বানজারার মুক্তির বিরোধিতা করে। ওই ঘটনায় বানজারার সহযোগী আর একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসার এন কে আমিনও এই একই আদালতে তাঁর মুক্তির জন্য আবেদন করেছেন। গত মাসেই এর শুনানি শেষ হয়েছে। সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে গুজরাত পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার এবং এখন আদালতের পেশাগত আইনজীবী এন কে আমিন দাবি করেছেন, গুজরাত ক্যাডারের আইপিএস অফিসার সতীশ ভার্মা এই তদন্তে সিবিআইকে সহযোগিতা করছেন। তিনি নাভাবে তথ্যপ্রমাণের বিকৃতি ঘটিয়েছেন বলে ভার্মা আমিনের নামে অভিযোগ করলেও এই প্রাক্তন পুলিশ সুপারের দাবি, তাঁর বন্দুক থেকে সেদিন একটি গুলিও বের হয়নি। তবে এই ঘটনায় তৎকালীন ডিজিপি পিপি পান্ডাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। পান্ডা ইসরাত জাহান হত্যা মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত তথ্য-প্রমান না মেলায় আদালত মুক্তি দেয় বানজারার এই সহযোগীকে। আগামী ১৫ জুন মামলাটির ফের শুনানি হবে। সেদিন আর কী বিস্ফোরণ হতে পারে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন বিজেপি।

এমনিতেই দলের সময় খুব একটা ভাল যাচ্ছে না। বিভিন্ন রাজ্যে সাম্প্রতিক লোকসভা ও বিধানসভা উপনির্বাচনে দলকে হার স্বীকার করতে হয়েছে। এর উপর ইসরাত জাহান ভুয়ো হত্যা মামলা নিয়ে এবার তাদেরই এক সময়ের অনুগত পুলিশ অফিসার মোদী ও অমিত শাহ'র দিকে আঙুল তুললেন। বানজারাকে মোদী-অমিত শাহ গোষ্ঠী 'স্কেপগোট' করতে চাইছেন বুঝতে পেরেই এবার তাদের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন তাঁর আইনজীবী।

গোয়ায় ৯২ শতাংশ ধর্ষণকারীই নিগৃহীতার পরিচিত, চাঞ্চল্যকর তথ্য পুলিশের

পানাজি, ৬ জুন : গোয়ায় ৯২ শতাংশ ধর্ষণের ঘটনায় নিগৃহীতা মেয়েটির পরিচিত কেউই জড়িত থাকে। এই চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছে গোয়া পুলিশ। তবে এর আগে অন্যান্য রাজ্যেও পুলিশ এই একই অভিযোগ এনেছে। মহিলাদের উপর অপরাধ ক্রমশ বাড়ছে। গোয়ার মতো রাজ্যে যেখানে বছরভর অসংখ্য বিদেশি পর্যটক এসে থাকেন, সেখানে এই ঘটনা নিঃসন্দেহে উদ্বেগের। তবে পুলিশ ও প্রশাসন এই ঘটনা নিয়ে চাপে ছিল। সংবাদমাধ্যমই তাদের উপর প্রকৃত তথ্য জানানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করে। গোয়া পুলিশের অপরাধ শাখার পুলিশ সুপার কার্তিক কাশ্যপ জানিয়েছেন, গোয়ার ধর্ষণের ঘটনাগুলি খতিয়ে দেখার পর জানা গেছে, ৯২ শতাংশ ক্ষেত্রে ধর্ষকরা ধর্ষিতার পরিচিত, এমনকি বাবা, আত্মীয়, বন্ধু ও প্রতিবেশীরাও এই দলে রয়েছেন।

গোয়ার অপরাধ শাখার পুলিশ সুপার কার্তিক কাশ্যপের আরও দাবি, তদন্ত করে দেখা গেছে, কেবলমাত্র ৮ শতাংশ মামলায় ধর্ষণ করেছে সম্পূর্ণ অপরিচিতরা। তাঁর আরও দাবি, ২০১৫ সাল থেকে চলতি বছরের ৩১ মে পর্যন্ত ২৫৬টি ধর্ষণের মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এর মধ্যে ১৬২ জন নিগৃহীতা মেয়েটির বন্ধু। ২৬ জন তাঁর আত্মীয়, ১৭ জন প্রতিবেশী, ৬ অভিযুক্ত বাবা, ১ জন দাদা আর ২৩ জন অপরিচিত ব্যক্তি। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ৯৫ শতাংশ ধর্ষণের ঘটনায় সাধারণত পরিচিতরাই নিগ্রহ করে থাকে। গোয়ার ডিজি মুক্তেশ চান্দের দাবি করেছেন, অভিযুক্তরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গোয়ার বাসিন্দা না বাইরের তা এখনও স্পষ্ট জানা যায়নি। তাই চলতি বছরে গোয়ায় ধর্ষণ কমেছে ১০ শতাংশ।

সারা পৃথিবীতেই ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে প্রতি সেকেন্ডে। তবে ভারত সহ তৃতীয় বিশ্বের কয়েকটি দেশে এই ঘটনা কয়েকগুণ বেড়ে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন কেন্দ্র, রাজ্য সরকারগুলি, পুলিশ ও সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে কয়েকটি রাজ্যে এই ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি এই নিয়ে নিজেদের মতো করে তদন্ত শুরু করেছে। সেই তদন্তে যেসব ছবি উঠে আসছে, তা রীতিমতো গবেষণা সাপেক্ষ। কেন সাধারণ নাবালিকা মেয়েদেরই ধর্ষণের জন্য বেছে নেওয়া হচ্ছে, তা নিয়েও তদন্ত চলছে।

পরিচারিকার সন্তান কখনও বিচারক হবেন না, কলেজিয়ামকে আক্রমণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

নয়াদিল্লি/পাটনা, ৬ জুন : বিচারক নিয়োগ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামকে তীব্র আক্রমণ করে নতুন বিতর্কের সৃষ্টি করলেন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী উপেন্দ্র কুশওয়া। কলেজিয়াম যেভাবে বিচারকদের নিয়োগ করে তা গণতন্ত্রের কলঙ্ক বলেও মন্তব্য করেছেন এই মন্ত্রী। পাটনায় একটি অনুষ্ঠানে কুশওয়াকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন সাংবাদিকরা। সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কার্যত সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন মন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, কলেজিয়ামের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসে পড়েছে। উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ নিয়েই এই লড়াই শুরু হয়েছে। উত্তরাখণ্ড সরকারকে কেন্দ্র ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে বরখাস্ত করার পর হাইকোর্টের রায়ে ফের তারা কুর্সি দখল করেন। আর এই কারণেই কেন্দ্রের চক্ষুশূল হয়েছেন উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এন কে কুরিয়েন। কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে সুপ্রিম কোর্টে আনতে না চাইলেও কলেজিয়ামের চাপেই সম্ভবত তাঁকে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি নিয়োগ করা হচ্ছে। আর এতেই ক্ষুব্ধ কেন্দ্রীয় সরকার।

পাটনার অনুষ্ঠানে কুশওয়া সাংবাদিকদের বলেছেন, বর্তমান সময়ে সামগ্রিকভাবে বিচার ব্যবস্থার মনোভাব নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। মনে রাখতে হবে বিচারকরা অন্য বিচারপতিকে নিয়োগ করেন না। তাঁরা নিয়োগ করেন তাঁদের উত্তরাধিকারীদের। কলেজিয়ামের বিচারপতিদের এই উত্তরাধিকারী নিয়োগের মনোভাব থেকে সরে আসতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের সুপারিশের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রপতি শীর্ষ আদালতের বিচারকদের নিয়োগ করে থাকেন। কলেজিয়াম তৈরি হয় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, চার সবচেয়ে প্রবীণ বিচারপতি এবং একজন প্রবীণতম বিচারপতিকে নিয়ে।

কুশওয়ার মতে, কলেজিয়াম বিচারপতিদের মেধা বা কর্মক্ষমতাকে মোটেই গুরুত্ব দেয় না। বিচারপতি নিয়োগের সময় তারা ভুলে যায় একজন চা বিক্রেতা দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন, মৎস্যজীবীর সন্তান প্রথমে বিজ্ঞানী এবং পরে দেশের রাষ্ট্রপতি হতে পারেন, কিন্তু এক গৃহ পরিচারিকার সন্তান কী করে বিচারপতি হবেন? কলেজিয়ামের কাজ আসলে গণতন্ত্রের কলঙ্ক হয়ে উঠছে। বিহারের রাষ্ট্রীয় লোকসমতা পার্টি বিজেপির জোটসঙ্গী। এই দলেরই নেতা কুশওয়া।

তাঁর মন্তব্যে দেশজুড়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে বুঝতে পেরে কুশওয়া পরে ট্যুইটারে মন্তব্য করেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই নিজেকে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করছেন, অথবা একজন সাংসদ নিজেকে সাংসদ ঘোষণা করছেন বা জেলাশাসক নিজেকে পরবর্তী জেলাশাসক ঘোষণা করছেন, এ জিনিস কখনও হয় না। কাজেই বিচারকরা নিজেরাই নিজেদের নিয়োগ করবেন, এই ব্যবস্থা মেনে নেওয়া যায় না। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের কাজে ক্ষুব্ধ হলেও এভাবে প্রকাশ্যে মন্তব্য করেনি। এই প্রথম একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামকে ধাক্কা দিলেন।

যৌন নিগ্রহের প্রতিবাদ করায় আক্রান্ত তরুণী

মুজফ্ফরনগর, ৬ জুন : ৬ যুবকের হাতে যৌন নিগ্রহের প্রতিবাদ করায় আক্রান্ত তরুণী। তাঁর মা এবং বোনও এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছে। মুজফ্ফরনগরের মিমলানা এলাকায় মঙ্গলবার সন্ধে নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। পুলিশের কাছে তারা অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মা এবং বোনের সঙ্গে বাজারে যাচ্ছিলেন সুহেল নামে এক তরুণী। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাজারে যাওয়ার সময়ই তাদের পথ আটকে দাঁড়ায় ৪-৫ জন যুবক। তার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। ওই সময় যুবকদের এই কাজের প্রতিবাদ করলে ৫ জন যুবকই তাকে আক্রমণ করে। আক্রান্ত তরুণীর বেশ কয়েকটি দাঁত ভেঙে যায়। কিন্তু সেই সময় কিছু মানুষ জড়ো হয়ে যাওয়ায় ওই যুবকেরা পালায়। খবর যায় পুলিশে। পুলিশ এসে আক্রান্তদের উদ্ধার করে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। পাঁচ যুবকের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পাঁচ যুবকই পলাতক। তাদের অনুসন্ধান চলছে। মুজফ্ফরনগর শহরে পুলিশের নজরদারি আরও কঠোর করা হয়েছে।

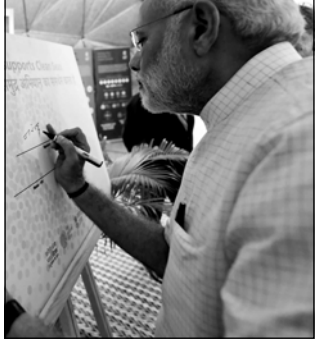

রাজধানী দিল্লিতে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে একটি প্রদর্শনী ঘুরে দেখার পর স্বাক্ষর করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

অপারেশন ব্লু-স্টারের ৩৪ বছর, বাড়ানো হল স্বর্ণমন্দিরের নিরাপত্তা

অমৃতসর, ৬ জুন : অপারেশন ব্লু-স্টারের ৩৪ বছর পূর্ণ হল। এই কারণে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির চত্বরের বাইরে নিরাপত্তা কঠোর করা হয়েছে। বুধবার সকাল থেকেই সেখানে নিয়োগ করা হয় স্থানীয় পুলিশ এবং র‍্যাফ। অবাঞ্ছিত ঘটনা এড়াতেই স্থানীয় প্রশাসন এই ব্যবস্থা নিয়েছে বলেও জানা যায়। পবিত্র শিখ নগরীর চারদিকেই নিরাপত্তা কঠোর করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই এদিকে নজর দেওয়া হচ্ছে বলেও জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।

অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে অপারেশন ব্লু-স্টার ছিল সামরিক বাহিনীর অভিযান। তখন ইন্দিরা গান্ধি দেশের প্রধানমন্ত্রী। খলিস্তানপন্থী নেতা সন্ত ভিন্দ্রানওয়ালে ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোরা স্বর্ণমন্দিরে লুকিয়ে রয়েছেন, প্রচুর অস্ত্র লুকোনো রয়েছে সেখানে, এই ধারণা থেকেই অভিযান হয়। অভিযানের ফলে ব্যাপক গুলিগোলা চলে। এমনকি শোনা যায়, পবিত্র গুরু গ্রন্থসাহিব যেখানে রাখা আছে, তার ঠিক নিচেও তল্লাশি চলে। এই অভিযান মেনে নিতে পারেননি ধর্মপ্রাণ শিখরা। ফলে তারা ক্ষুব্ধ হন। ১৯৮৪ সালের ৩০ অক্টোবর দুই শিখ নিরাপত্তা রক্ষীর গুলিতে মৃত্যু হয় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। সে সময় দাবি করা হয়, স্বর্ণমন্দিরে অভিযানের কারণেই প্রাণ দিতে হয় ইন্দিরা গান্ধিকে। কারণ এই অপারেশন ছিল অত্যন্ত স্পর্শকাতর। ভারতীয় সেনাবাহিনী ১৯৮৪ সালে ১-৮ জুন সন্ত ভিন্দ্রানওয়ালে সহ খলিস্তানপন্থী অন্য জঙ্গিদের খোঁজে স্বর্ণমন্দিরে অভিযান চালায়। দু'পক্ষের প্রবল গুলি বিনিময় হয়। মৃত্যু হয় ভিন্দ্রানওয়ালে সহ আরও অনেকের।

উত্তর প্রদেশে বজ্রবিদ্যুৎ সহ প্রবল বর্ষণ ও ধূলিঝড়ের হুঁশিয়ারি

লখনউ, ৬ জুন : উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন অংশে আগামী কয়েকদিন বজ্রবিদ্যুৎ সহ প্রবল বর্ষণ ও ধূলিঝড়ের আশঙ্কার কথা শুনিয়েছে লখনউয়ের আবহাওয়া দফতর। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে আইএমডি-র তরফে দাবি করা হয়েছে, ৭-১২ জুন অর্থাৎ আগামী বৃহস্পতি থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত উত্তর প্রদেশের বেরিলি, মোরাদাবাদ, মিরাট এবং শোনভদ্রা জেলার চুর্ক শহরে ব্যাপক বজ্রবিদ্যুৎ সহ প্রবল বর্ষণ ও ধূলিঝড়ের আশঙ্কা রয়েছে। ফলে এই সময় ওই অঞ্চলের তাপমাত্রা ২৯-২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করবে। গত মে মাস থেকেই রাজ্যে প্রায় নিয়ম করে বজ্রবিদ্যুৎ এবং ধূলিঝড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই এইসব প্রাকৃতিক দুর্যোগে কমপক্ষে ১৫ জনের প্রাণহানি হয়েছে। মোরাদাবাদ, মুজফ্ফরপুর, মিরাট, আমরোহা এবং সম্বল জেলায় গত সপ্তাহে বাজ পড়ে অন্ধবিস্তর আহত হয়েছেন ৯ জন। এছাড়া পড়েছে বহু গাছ, খুঁটি উপড়ে গেছে বিদ্যুতের পোলের, মাটিতে আছড়ে পড়েছে হোর্ডিং।

বুধবার দিনের প্রথমভাগে লখনউ থেকে আইএমডি-র পূর্বাভাসে জানানো হয়, উত্তর প্রদেশের বেরিলি, বদাউন, শাজাহানপুর, মোরাদাবাদ, রামপুর, সম্বল, আগ্রা এবং সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে দুপুরের আগে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে। একইসঙ্গে শুরু হতে পারে ধূলিঝড়ও। প্রসঙ্গত, এর আগে উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন অংশে প্রবল ধূলিঝড়ে বহু মানুষ প্রাণ হারান। ফলে ধূলিঝড়ের সম্ভাবনার কথা শুনেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন রাজ্যের সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির মানুষ। এদিকে উত্তর প্রদেশে ব্যাপক বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই সোমবার রাত থেকে মহারাষ্ট্রের মুম্বইতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি শুরু হয়েছে। জল জমছে বহু জায়গায়। ফলে বিঘ্নিত হয়েছে লোকাল ট্রেন পরিষেবা। মালাবার হিল, হিন্দমাতা, ধারাভি, বাইকুল্লা, দাদার টিটি, দাদারের কবুতরখানা, কিং সার্কেল, নাগপুর, সান্তাক্রুজ (পূর্ব) এবং মারোল মারসইতে প্রবল জল জমে থাকায় বাসিন্দারা যেমন অসুবিধায় পড়েছেন, সেরকম ব্যাপক যানজটও শুরু হয়েছে। সেন্ট্রাল লাইনেও লোকাল ট্রেন চলাচল পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে। সেন্ট্রাল লাইনে ১৫-২০ মিনিট এবং ওয়েস্টার্ন লাইনে ২০-২৫ দেরিতে ট্রেন চলাচল করছে।

জম্মু-কাশ্মীরের বিভিন্ন অংশেও এসে গেছে বর্ষা। শুরু হয়েছে প্রবল বর্ষণ। মিজোরাম সহ উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে প্রবল বর্ষণে ধস নেমে ইতিমধ্যেই ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। মুম্বই, উত্তর প্রদেশ এবং জম্মু-কাশ্মীরে বর্ষা বা প্রাক্-বর্ষার প্রভাবে বৃষ্টি শুরু হলেও রাজস্থান, পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার মরু শহর চুরুতে তাপপ্রবাহ চলছে। চুরুতে এদিন তাপমাত্রা পৌঁছে যায় ৪৮.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। আবহাওয়া দফতরের দাবি, উত্তর ভারতের সর্বত্রই শুরু হয়েছে প্রাক্ বর্ষার বৃষ্টি। বর্ষা এখনও যেসব জায়গায় আসেনি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই সেসব জায়গায় কড়া নাড়বে।

ভীমা-কোরেগাঁও হিংসা : ধৃত সমাজসেবী জ্যাকব উইলসন সহ ৩

মুম্বই, ৬ জুন : দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের সহযোগিতায় পুণে পুলিশ বুধবার গ্রেফতার করল মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মী রোনা জ্যাকব উইলসনকে। ভীমা-কোরেগাঁও হিংসার সঙ্গে যোগাযোগের কারণে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। চলতি বছরের গোড়ায় এই ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। দিল্লি পুলিশ রোনাকে এদিনই রাজধানী পাতিয়ালা হাউস কোর্টে তোলে। আদালত তাকে ২ দিনের ট্রানজিট রিমান্ডে পাঠিয়েছে। আগামী ৮ জুন ফের তাকে হাজির করানো হবে পুণের স্থানীয় আদালতে। উল্লেখ্য, পুণে পুলিশ ভীমা-কোরেগাঁও হিংসা কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে আরও তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। বিতর্কিত প্যাম্ফেট ছড়ানো এবং উসকানিমূলক ভাষণ দেওয়ার অপরাধে পুলিশ গ্রেফতার করেছে তাদের। তবে কাউকেই পাওয়া যায়নি পুণেতে। মুম্বই, নাগপুর এবং দিল্লির বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে তাদের পুণেতে নিয়ে এসেছে। ভীমা-কোরেগাঁও লড়াইয়ের দ্বি-শতবর্ষ পূর্তির অনুষ্ঠানে চলতি বছরের জানুয়ারিতে এই হিংসা দেখা যায়। মহারাষ্ট্র ও মুম্বইয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক গোলমাল হয়। ক্ষতি হয় ৩০০ কোটি টাকার সম্পত্তি। মহারাষ্ট্র ও গুজরাতের আন্দোলনকারীরা ৯০টি বাস পুড়িয়ে দেয়। কিন্তু আন্দোলনের নেতাদের গ্রেফতার করতে পারছিল না পুলিশ।

গত চার বছরে নারী ও শিশু ক্ষমতায়ন দফতরের উদ্যোগ এবং সাফল্য সম্পর্কে সাংবাদিক সম্মেলনে জানাচ্ছেন ওই দফতরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মানেকা সঞ্জয় গান্ধি।

নিটে ব্যর্থ পরীক্ষার্থীর আত্মহত্যা, পরিবারকে ৭ লক্ষ টাকা সাহায্য রাজ্য সরকারের

চেন্নাই, ৬ জুন : নিটের পরীক্ষায় বসেছিল প্রতিভা। বাস্তব জীবনে যথেষ্ট প্রতিভাময়ী ছিল সে। দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় চমৎকার নম্বর পেয়ে স্কোর করেছিল। আশা ছিল, ন্যাশনাল এন্ট্রান্স কাম এলিজিবিটি টেস্ট বা নিটেও সফল হবে। নিটের রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে, কিন্তু প্রতিভা সফল হয়নি। আর সেজন্য আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে মেয়েটি। প্রতিভার এই ঘটনায় রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে তামিলনাড়ুতে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কে পালানিস্বামী বুধবার তার পরিবারকে ৭ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, আন্মার সরকার ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিত। সেই নীতি অনুসরণ করেই পরিবারের বাকি সন্তানদের উন্নতির জন্য অর্থ দেওয়া হয়। তবে অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের কাছে এ ধরনের বিপজ্জনক পথ বেছে না নেওয়ার অনুরোধও করেছেন তিনি। বিরোধী নেতা ও ডিএমকে'র কার্যকরী সভাপতি এম কে স্ট্যালিন এদিন বিধানসভায় জানতে চান, আত্মঘাতী মেয়েটির পরিবারের কাউকে চাকরি দেওয়া হচ্ছে কি না। হতদরিদ্র পরিবারটির আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা

করে তাদের কোনও সদস্যকে চাকরি দেওয়ার জন্যও অনুরোধ করেছেন তিনি।

তামিলনাড়ুর ভিল্লুপুরম জেলার বাসিন্দা ১৯ বছরের প্রতিভার মৃত্যুতে মুখ্যমন্ত্রী সমবেদনা জানিয়েছেন পরিবারের প্রতি। প্রসঙ্গত, গত ৪ জুন মারাত্মক বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হন প্রতিভা। নিটের পরীক্ষায় সফল না হওয়ার জন্যই তিনি এই পথ বেছে নেন বলে জানা গেছে। প্রতিভার মৃত্যুতে রাজ্যজুড়ে ক্ষোভ দেখা যায়। ডিএমকে'র নেতৃত্বে বিরোধীরা বিষয়টি বিধানসভাতেও তোলেন। উল্লেখ্য, গত বছর আর্যালুরের বাসিন্দা দলিত কন্যা অনিথা নিটে অত্যন্ত কম নম্বর পেয়ে আত্মঘাতী হয়েছিলেন। তার মৃত্যুতেও রাজনৈতিক দলগুলি ব্যাপক বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। চলতি বছরে নিটের পরীক্ষায় ১৩.৩৬ লক্ষ পরীক্ষার্থী নাম নথিভুক্ত করেন। ১২.৬৯ লক্ষ প্রার্থী পরীক্ষায় বসেন। ৭.১৪ লক্ষ পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষা সম্পূর্ণ করেন। বহু ছেলেমেয়ে অত্যধিক কঠিন প্রশ্নের কারণে সম্পূর্ণ করতে পারেন না পরীক্ষা। আবার অনেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় স্কোর করলেও নিটের পরীক্ষায় ব্যর্থ হন।